সমকাল

তারিখ 10 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

# পরীক্ষা বন্ধ রেখে গণভোজ এ কেমন স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের দায়িত্ব শিক্ষকদের। তারা পাঠদানের বাইরেও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করেন, ন্যায়নীতির শিক্ষা দেন। তদুপরি থাকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, যাদের কাজ সার্বিক বিষয়ে তদারকি। এ ধরনের কমিটিতে থাকার কথা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের, যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবেন। কিন্তু রোববার সমকালে 'পরীক্ষা বন্ধ রেখে স্কুল মাঠে যুবলীগ নেতার গণভোজ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আমরা এর বিপরীত চিত্রই পাই। ঘটনাটি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার ইদিলপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের। উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক একই সঙ্গে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য। শনিবার নির্ধারিত একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য তার প্রশস্ত স্থান দরকার এবং এ জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন ওই বিদ্যালয়ের মাঠে। তার প্রত্যাশা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বৃহস্পতিবার ১৭ শতাধিক শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দেন, শনিবার নির্ধারিত দুটি শিফটের পরীক্ষা হবে না। তিনি দুটি কারণ দেখান– প্রশ্নপত্র হাতে না আসা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যের বিদ্যালয় মাঠ পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ দান। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্ষমতার দাপটের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন। তার জানা আছে, বিদ্যালয়গুলোতে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বিদ্যালয়ে হয়তো স্থগিত বিষয়গুলোর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীরাও সেটা মেনে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু এভাবে এমন একটি বার্তা তাদের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিল, যা কেবল নিয়মবহির্ভূতই নয়, অনৈতিকও। আমরা কেবল প্রত্যাশা করতে পারি, সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, এমনকি খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্রুত তৎপর হবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদ থেকে ওই ব্যক্তিকে অপসারণ করবে। প্রধান শিক্ষকসহ যেসব শিক্ষক এই অন্যায় চাপের কাছে নতিস্বীকার করে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাদেরও কোনো না কোনো ধরনের শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের পদক্ষেপ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের জন্যও শিক্ষণীয় হতে পারে।